বাংলাদেশ; কোন পথে! রিয়ার ভিউ মিররে (২)

হেফাজতের আকস্মিক উত্থান এবং পতনঃ বাংলাদেশের ইতিহাসে হেফাজতের আকস্মিক উত্থান এবং পতন সত্যিই এক বিরল ঘটনা। এত অল্প সময়ে এই ধরনের জন-সর্মথন এবং সমাগম যে কোন বিরোধী দলের জন্যই ঈর্ষনীয় ব্যাপার। সরকার বিরোধী দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তুলতে যেখানে বি, এন, পি এবং জামায়াত ব্যর্থ, সেখানে হেফাজত সফল; কারন একটাই। হেফাজতের ইস্যু/দাবীর পিছনে বি, এন, পি এবং জামায়াত'এর প্রতক্ষ্য সর্মথন।

বেকনের (Francis Bacon) মৌমাছিরা এবং পঙ্গপালঃ শ্রদ্ধেয় প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তার 'বেকনের মৌমাছিরা' নামক বইয়ে, তৎকালীন সমাজে বনিক শ্রেনী বা সম্প্রদায়'কে মৌমাছি'র সাথে তুলনা করেছিলেন আর ব্রিটিশদের তৈরী জমিদার বা মধ্যসত্বভোগী শ্রেনী বা সম্প্রদায়'কে বোলতার সাথে তুলনা করেছিলেন।

মৌমাছি যেমন মত, ফুলে ফুলে মধু আহরন করে, মৌচাক গঠন করে এবং মৌচাকে মধু সঞ্চয় করে; এই প্রক্রিয়ার সব্বত্রই মৌমাছির সৃষ্টি এবং সৃজনশীলতার ছাপ (মৌচাকের গঠন) বিদ্যমান। এই প্রক্রিয়ায় মৌমাছি পরাগায়নে সহায়তা করে, মধু সঞ্চয় এবং মোম তৈরী করে। পরিশ্রমী মৌমাছিরা সমাজের প্রতিটি স্তরেই গঠনমূলক ভূমিকা রাখে। একই ভাবে তিনি যুক্তি প্রমান দিয়ে দেখিয়েছেন যে, মৌমাছির মত 'পরিশ্রমী এবং উদ্ভাবনী' বনিক সম্প্রদায়'ও পুঁজি এবং উৎপাদিত পন্য (যেমন, মসলিন) সংগ্রহ এবং বিতরন করে; এবং কৃষি এবং শিল্প গড়ে তুলতে সহায়তা করে। এই বনিক সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতায়'ই ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল।

ইংরেজ বনিক সম্প্রদায় (ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি) ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করার পর, নিজেদের স্বার্থে প্রথমেই ভারতীয় বনিক শ্রেনী'কে ধ্বংস করে। পরর্বতীতে শাসন এবং শোষনের মাধ্যম হিসাবে মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার/তালুকদার সম্প্রদায় সৃষ্টি করে। প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী' তৎকালীন সমাজে এই জমিদার/তালুকদার শ্রেনীর সাথে বোলতা'র অপূব্ব সামাঞ্জস্য খুজে পান। বোলতার মত এই জমিদার/তালুকদার শ্রেনী'ও সমাজে কোন গঠনমূলক ভূমিকা না রাখলেও, শাসন এবং শোষনের হূল ফোটাতে পারর্দশী ছিল। পরর্বতী'তে প্রায় দুই শতক ধরে এই জমিদার/তালুকদার শ্রেনী ইংরেজদের 'শাসন এবং শোষনের হাতিয়ার' হিসাবে হুল ফূটিয়ে সমাজে সাধারন মানুষের জীবন দূব্বিষহ করে তুলেছিল। প্রসংগত উল্লেখ্য, ইংরেজ কতৃক ভারতীয় বনিক শ্রেনী'কে র্নিমূল করার ফলে ভারতে নিজস্ব শিল্প বিপ্লবের সম্ভাবনা অংকুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়।

যার ফলশ্রুতিতে ভারতের বিশাল বাজার ইংরেজ শিল্পের (বিশেষত বস্ত্রশিল্পের) জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং ইংরেজ শিল্পের একচেটিয়া বাজারে পরিনত হয়। এর পাশাপাশি ইংরেজ বনিক সম্প্রদায়, ভারতকে তাদের শিল্পের কাচামালের (নীল, পাট) এবং নতুন পন্যের (চা, আফিম) র্নিভরযোগ্য র্সোস হিসাবে প্রস্তুত এবং ব্যাবহার করতে থাকে। আমাদের র্বতমান সমজে ক্ষমতাসীন দলের নেতা-র্কমীরা (ক্যাডার'রা) বোলতা'র ভূমিকায় অবর্তীন হয়েছে! আর আমাদের বনিক সম্প্রদায়'এর এক বিরাট অংশ (হলর্মাক, ডেসটিনি বা শেয়ার মার্কেটের কারসাজি) মৌমাছির সৃজনশীল বা গঠনমূলক কাজ বাদ দিয়ে, হুল ফুটানোর কাজে ব্যাস্ত!

পঙ্গপালঃ এই মৌমাছি আর বোলতার পাশাপাশি, আমাদের র্বতমান সমজে হেফাজত এবং তাদের সর্মথকদের (মূলত মাদ্রাসার ছাত্র) পরমুখাপেক্ষী পঙ্গপালের সাথে তূলনা করা যেতে পারে। এককভাবে অল্প-ক্ষতিকর পরমুখাপেক্ষী পঙ্গপালের মতই এই শ্রেনী/সম্প্রদায় সাধারনত এর সমাজের কোন গঠনমূলক কাজে আসে না বা তেমন দৃষ্টিগোচর হয় না। আমার এক বন্ধুর মতে শবে বরাত থেকে কোরবানী'র ঈদ পর্যন্ত এদের 'পিক সিজন'! এছাড়াও বিভিন্ন র্ধমীয় অনুষ্ঠান, যাকাত প্রদান এবং ভোজন সভায় এই শ্রেনীর সরব উপস্থীতি লক্ষনীয়। পরমুখাপেক্ষী হলেও, একক ভাবে এরা নিরিহ (বোলতার তূলনায়) এবং তেমন ক্ষতিকারক নয়। কিন্তু সমষ্টিগত ভাবে এরা পঙ্গপালের মতই ক্ষতিকারক এবং দেশকে ধ্বংস করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

পঙ্গপাল যেমন, অনুকুল পরিবেশে আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পায়, তেমনি হেফাজত এবং এদের স্বগোত্রীয়'রা অনুকুল পরিবেশে (স্র্পশকাতর-র্ধমীয় ইস্যু') পংগপালের মত বৃদ্ধি পায় যার উদাহরন আমরা আগেও দেখেছি। পঙ্গপালের মত এদের উপদ্রব সাধারনত স্বল্পমেয়াদী, শুধুমাত্র র্বতমান ব্যাতিক্রম ছাড়া। আর এর একমাত্র কারন, র্বতমানে হেফাজতের ইস্যু/দাবীর পিছনে বি, এন, পি এবং জামায়াত'এর প্রতক্ষ্য লোকবল এবং র্অথ সর্মথন।

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের স্র্পশকাতর-র্ধমীয় ইস্যু'তে এর আগে'ও এই সম্প্রদায় কতৃক ব্যাপক কিন্তু স্বল্প-স্থায়ী বিক্ষোভ হয়েছিল। স্বাধীনতা পরর্বতী'তে কবি দাউদ হায়দার এর, জন্ম আমার অজন্ম পাপ', সালমান রূশদী'র 'সাটানিক ভারসেস, তসলিমা নাসরিন এর বিভিন্ন লেখায় র্ধমীয় অবমাননার প্রতিবাদে এই ধরনের বিক্ষোভ সমাবেশ আগেও হয়েছিল। হাজী ক্যাম্পের সামনে লালনের মূর্তি' স্থাপনের প্রতিবাদে'ও এই ধরনের স্বল্প-স্থায়ী বিক্ষোভ হয়েছিল।

দেশ এবং বিশ্বের বাস্তব সমস্যা (শেয়ার মার্কেট কারসাজি, হলমার্ক, খাম্বা সরবরাহ, সার বন্টন কেলেংকারী, র্দূনীতি, স্বজনপ্রীতি, প্যালেস্টাইন সমস্যা, সাম্রাজ্যবাদী কতৃক ইরাক এবং লিবিয়া পূর্নদখল) সম্পর্কে এরা প্রায় সর্ম্পূন উদাসীন। সব বাস্তব সমস্যার সময় নিব্বিকার এবং উট পাখির মত বালিতে মাথা গুজে রাখলেও, হেফাজত এবং তাদের সর্মথক মৌলবাদীরা সারা বছর চাতক পাখির মত এই ধরনের স্পর্শকাতর-র্ধমীয় ইস্যু'র অপেক্ষায় থাকে!

পঙ্গপালের মত স্বভাব এই সম্প্রদায়ের। অনুকুল পরিবেশ পেলেই এই সম্প্রদায় পঙ্গপালের মতই জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায় এবং প্রচন্ড ধংস্বাত্মক ভূমিকা রাখে এবং দেশ ছাড়খার করে দেয়, তা হেফাজতের সাম্প্রতিক ভূমিকায় আবারও প্রমানিত হয়েছে।

র্বতমান সংকটে সরকার প্রাথমিক অবস্থায় সিদ্ধান্হীনতায় ভূগার ফলে, হেফাজত ঢাকায় প্রথমবার মহাসমাবেশ করার সময় অল্প-বিস্তর ভাংচুর করে, একপর্যায়ে অনেক অলীক দাবী উত্থাপন করে এবং এক পর্যায়ে নিব্বাচিত সরকারকে উৎখাতের আল্টিমেটাম দেয়! পরর্বতী সময়ে সরকারের সিদ্ধান্হীনতা বা দূব্বলতার ফলে এই পঙ্গপাল সম্প্রদায় (হেফাজত এবং তাদের সর্মথকরা) ৫মে শাপলা চত্বরের মহাসমাবেশের নামে ঢাকা শহরের বানিজ্যিক কেন্দ্র জ্বালিয়ে দেয় এবং সমগ্র মতিঝিল এলাকা তছনছ করে দেয়। একপর্যায়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, এবং দেশের বৃহত্তম বানিজ্যিক ব্যাংক সোনালী ব্যাংক'এর নিরাপত্তা চরম হুমকির সম্মুখীন হলে, সরকার র্হাডলাইনে যায় এবং হেফাজতের তান্ডব থেকে ঢাকা শহর'কে রক্ষা করতে সর্মথ হয়।

গুলি যদি করতেই হয়ঃ অনেকেই প্রশ্ন করেন যে সরকারের র্হাডলাইনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত কি ঠিক ছিল? অবশ্যই। কারন সরকার র্হাডলাইনে না গেলে, হেফাজত এবং তাদের সর্মথক মৌলবাদীরা যে র্হাডলাইনে যেত তা হলপ করেই বলা যায় এবং সরকার একপর্যায়ে র্হাডলাইন নিতে বাধ্য হত, কিন্তু হয়তো ততক্ষনে বড় বেশী দেরী হয়ে যেত!

আমাদের দেশের ইতিহাস এবং মানুষের মন-মানসিকতাই আমার যুক্তির প্রধান সর্মথক। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর, খালেদ মোশাররফ বীর উত্তম, এবং শাফায়াত জামিল বীর বিক্রম, রক্তপাতহীন এক বিরল প্রজাতির অভ্যূথ্যান এর নেতৃত্ব'দেন। রক্তপাত ঘটানোর প্রয়োজন, অনুকুল পরিস্থীতি এবং সব সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এই দুই মহান মুক্তিযোদ্ধা (মূলত, খালেদ মোশাররফ বীর উত্তম) কোন রক্তপাত ঘটান নাই। এই নমনীয়তা প্রর্দশনের ফলে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির মধ্যে বিভ্রান্তি'র সৃষ্টি হয় এবং স্বাধীনতা বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র এই দূব্বলতার সূযোগ গঠন করে সংগঠিত হবার সুযোগ পায়।

খালেদ মোশাররফ বীর উত্তম এর এই নমনীয়তার (নির্বুদ্ধিতার) ফলশ্রুতিতে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র এই সুযোগের পূর্ন সদব্যাবহার করে এবং ৭ নভেম্বর খালেদ মোশাররফ বীর উত্তম, নিজের রক্ত দিয়ে তার ভূলের মাশুল দেন। ৭ নভেম্বর ভোর রাতে বংগভবনে অবস্থানরত শাফায়াত জামিল বীর বিক্রম, একপর্যায়ে গুলির আদেশ দিতে বাধ্য হন, কিন্তু ততক্ষনে পরিস্থীতি প্রতিকুলে চলে গিয়েছিল এবং প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ক্ষমতা দখল করে ফেলে এবং আরো অনেক সেনা অফিসার'কে হত্যা করে।

এর বিপরীতে, সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে টিকে থাকার জন্য অনেক রক্তপাত ঘটান এবং একজন কঠোর এবং দক্ষ শাসক হিসাবে নিজের অবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। জিয়াউর রহমান'কে ক্ষমতায় বসানোর পিছনে যার অবদান সবচেয়ে বেশী, সেই কর্নেল তাহের বীর উত্তম'কে তিনি সব্বপ্রথমে ফাঁসী'তে ঝুলান!

গুপ্ত বাবু সরিয়াও প্রমান করিল সে সরে নাইঃ সম্প্রতি গত ৫ মে শাপলা চত্বরের সমাবেশে মধ্যরাতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর পিটুনি খেয়ে হেফাজতীরা সুবহানাল্লাহ বলে পালিয়েছে বলে আওয়ামী লীগের দপ্তরবিহীন মন্ত্রী, সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের ঔদ্ধত্যর্পূণ বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন হেফাজতে ইসলামের আমীর দেশের শীর্ষ আলেম পীরে কামেল আল্লামা শাহ আহমদ শফী। কাদের সিদ্দীকি'র ভাষায়, "কী যে জটিলতা সৃষ্টি করেছেন জনাব সুরঞ্জিত সেন তা হয়তো নিজেও বুঝতে পারেননি। তিনি সারা জীবনই পণ্ডিতি করেছেন, নানা ধরনের কথাবার্তা বলেছেন। কিন্তু মনে হয় এখন বড় বেশি লাগামহীন বলছেন"।

'কালো বিড়াল' খ্যাত 'উজিরে খামোখা' (দপ্তর বিহীন মন্ত্রী) সুরঞ্জিত সেন গুপ্তের এই ধরনের উস্কানীমূলক বক্তব্য যে পঙ্গপালদের বংশবৃদ্ধি'র পক্ষে খুবই সহায়ক, তা নিশ্চয়ই ভালো করেই জানেন এবং বুঝেন, এই অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ, এবং অনভিজ্ঞ মন্ত্রী (দপ্তর বিহীন) গুপ্ত বাবু। তা হলে প্রশ্ন, কি উদ্দেশ্যে তিনি এই ধরনের ক্ষতিকারক বক্তব্য দেন? আমার মনে হয়, এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য, 'গুপ্ত বাবু সরিয়াও প্রমান করিতে চাহিয়াছিল সে সরে নাই'! যুগে যুগে আমাদের দেশে, দাউদ হায়দার, তসলিমা নাসরীন, রাশেদা চৌধুরী এবং সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত'র মত দ্বায়িত্বজ্ঞানহীন-প্রগতিশীল (!) বুদ্ধিজীবি এবং রাজনীতিবিদ'রা এই ধরনের স্পর্শকাতর-ধর্মীয় ইস্যু' তৈরী করে মৌলবাদীদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে সফল ভূমিকা পালন করে চলেছেন!

নাজমুল আহসান শেখ, ১৬ জুন ২০১৩ সিডনী